بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মাকতাবাতুল ফুরকান

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

হজ ও উমরার
সহজ গাইড

মাওলানা মুহাম্মাদ ইকবাল গিলানী

অনুবাদ
মাওলানা ইলিয়াস আশরাফ

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

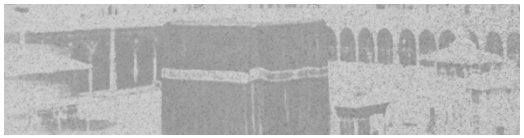

হজ ও উমরার সহজ গাইড
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২৩ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মূদ্রিত; +8801730706735
প্রথম প্রকাশ : রজব ১৪৪৪ / জানুয়ারী ২০২৩
সম্পাদনা : মাওলানা হামদুল্লাহ লাবীব; মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
ISBN : 978-984-95227-8-2
মূল্য : ৳ ২০০ (দুই শত টাকা মাত্র) USD 5.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। আমি তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করছি। তাঁর কাছেই সাহায্য কামনা করছি। তাঁর কাছেই ক্ষমতা প্রার্থনা করছি। আমি আল্লাহর কাছেই নিজের অনিষ্ট ও কর্মের মন্দ প্রতিদান থেকে পানাহ কামনা করছি। আল্লাহ যাকে সুপথে পরিচালিত করবেন, কেউ তাকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। আর যাকে তিনি বিভ্রান্ত করবেন, কেউ তাকে সুপথে আনতে পারবে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম একটি স্তম্ভ হচ্ছে হজ। এটি নামাযের মতো সবার জন্য ফরয না হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। হজ ও উমরাকে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে এর আহকাম বা বিধি-নিষেধ জানা জরুরী। কেবল জানাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট বিবেচিত হয় না, এজন্য বাস্তব প্রশিক্ষণও প্রয়োজন। তবে যে কোনো বিষয়েই প্রাথমিক জ্ঞান আহরণের জন্য গ্রন্থপাঠের বিকল্প নেই। বাংলাভাষায় হজ ও উমরা সংক্রান্ত অনেক গ্রন্থছাপা হয়েছে। ইতোমধ্যে *মাকতাবাতুল ফুরকান* থেকে *হজ ও উমরার প্রামাণ্য মাসাইল* নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি বিস্তারিত মাসাইল সমৃদ্ধ হওয়ায় পাঠকদের পক্ষ থেকে একটি সহজ গাইড প্রকাশের অনুরোধ বাড়তে থাকে। এরই প্রেক্ষিতে আমরা কিং সউদী ইউনিভার্সিটির স্বনামধন্য প্রফেসর মাওলানা মুহাম্মাদ ইকবাল গিলানী রচিত *হজ ও উমরা কে মাসাইল* গ্রন্থটির অনুবাদ *হজ ও উমরার সহজ গাইড* নামে প্রকাশিত হলো।

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন সময়ের প্রতিশ্রুতিশীল ও বিজ্ঞ অনুবাদক মাওলানা ইলিয়াস আশরাফ। সঙ্গতকারণেই গ্রন্থটি এদেশের পাঠকদের উপযোগী এবং সহজবোধ্য করার জন্য অনুবাদে কিছু সংযোজন-বিয়োজন করা হয়েছে।

গ্রন্থটির শুরুতে হজ ও উমরার গুরুত্ব ও ফযিলত এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপে হজ ও উমরার ধারাবাহিক পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর মিকাত, ইহরাম, তালবিয়া, তাওয়াফ, সাঈ ও হজের দিনসমূহের আমল এবং শেষ অধ্যায়ে মদীনা যিয়ারতসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে হজ ও উমরার প্রয়োজনীয় সব মাসাইলের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট হাদীসও বর্ণনা করা হয়েছে যাতে পাঠকের মনে প্রতিটি আমলের ক্ষেত্রে নতুন প্রেরণা ও উৎসাহের সঞ্চার হয়। আশা করা যায়, হজ ও উমরার সহজ গাইড হিসেবে গ্রন্থটি সকলের নিকট সমাদৃত হবে।

উল্লেখ্য, গ্রন্থটিকে ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থটিকে কবুল করেন এবং এর লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে বেশি বেশি মাকবুল হজ ও উমরা করার তাওফীকসহ উত্তম প্রতিদান দান করেন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
বাংলাবাজার, ঢাকা

৯ রযব ১৪৪৪ / ৩১ জানুয়ারী ২০২৩

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : হজ ও উমরার গুরুত্ব ও ফযিলত

হজ ফরয হওয়ার দলিল ৯
হজ ও উমরার ফযিলত ১০
হজের গুরুত্ব ১৩
কুরআনের আলোকে হজ ও উমরা ১৪
হজের শর্তসমূহ ১৮
মাহরাম নারী-পুরুষের বিবরণ ১৯
নারীদের হজ ২০
শিশুদের হজ ২৩
অন্যের পক্ষ থেকে হজ করার মাসাইল ২৪
জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ করা ২৪
মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ করা ২৬
মক্কা মুকাররামার পবিত্রতা ও মর্যাদা ২৭
মক্কা ও মসজিদে হারামে প্রবেশের বিধিবিধান ৩০

দ্বিতীয় অধ্যায় : হজ ও উমরার বিবরণ

হজের ফরয ৩৩
হজের ওয়াজিব ৩৩
হজের শর্তসমূহ ৩৪
হজের সুন্নাতসমূহ ৩৪
হজের প্রকারভেদ ৩৪
হজ করার নিয়মাবলী ৩৫
সংক্ষেপে তামাত্তু হজের মাসনুন পদ্ধতি ৩৫
সংক্ষেপে ইফরাদ হজের মাসনূন পদ্ধতি ৩৭
সংক্ষেপে কিরান হজের মাসনুন পদ্ধতি ৩৮
উমরার বিবরণ ৩৯
উমরার ফরয ৩৯
উমরার ওয়াজিব ৩৯
সংক্ষেপে উমরার মাসনুন পদ্ধতি ৩৯
মিকাত ৪২
ইহরাম ৪৭
ইহরামের প্রকারভেদ ৪৭
ইহরামের ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতসমূহ ৪৮

ইহরাম সংশ্লিষ্ট মুবাহ (অনুমোদিত) বিষয় ৪৮
ইহরাম সংশ্লিষ্ট নিষিদ্ধ বিষয় ৪৯
ইহরাম সংশ্লিষ্ট নিষিদ্ধ বিষয়—শুধু পুরুষদের জন্য ৪৯
ইহরাম সংশ্লিষ্ট নিষিদ্ধ বিষয়—শুধু মহিলাদের জন্য ৪৯
ইহরামের অন্যান্য মাসাইল ৪৯
হজের নিয়তকে উমরার নিয়তে রূপান্তর করা ৫১
ইহরামের বিধিবিধান ৫১
তালবিয়ার বিধিবিধান ৬৩
তাওয়াফ ৬৫
তাওয়াফের প্রকারভেদ ৬৫
হজের ওয়াজিব তাওয়াফের সংখ্যা ৬৫
তাওয়াফের বিধিবিধান ৬৫
তাওয়াফের সময় বৈধ বিষয় ৬৬
তাওয়াফের পাঁচ প্রকারের বিস্তারিত বিধিবিধান ৬৬
হাজীর ওপর কয়টি তাওয়াফ করা ওয়াজিব? ৭৭
সাঈ ৭৮
হজের দিনসমূহ ৮৬
৮ যিলহজ—ইয়াওমে তারওয়িয়া ৮৬
৯ যিলহজ—ইয়াওমে আরাফা ৮৬
৯ যিলহজ—মুযদালিফার রাত ৮৬
১০ যিলহজ—ইয়াওমে নাহার (কুরবানীর দিন) ৮৭
১১, ১২, ও ১৩ যিলহজ—আইয়ামে তাশরিক ৮৭
হজের দিনসমূহের মাসাইল ৮৭
জামরা আকাবায় রমি তথা কঙ্কর নিক্ষেপের মাসাইল ৯৮
কুরবানীর মাসাইল ১০২
তাওয়াফে যিয়ারতের মাসাইল ১০৮
বিদায়ী তাওয়াফ ১১২
ফিদিয়ার বিধিবিধান ১১৪

তৃতীয় অধ্যায় : মদীনা মুনাওয়ারা যিয়ারত

মদীনা মুনাওয়ারার সম্মান ও মর্যাদা ১১৭
মসজিদে নববী যিয়ারতের মাসাইল ১১৯
রাসূল সা.-এর কবর যিয়ারতের মাসাইল ১২১
মসজিদে কুবা যিয়ারতের মাসাইল ১২৩
কবর যিয়ারতের মাসাইল ১২৩
বিবিধ মাসাইল ১২৫

প্রথম অধ্যায়

হজ ও উমরার গুরুত্ব ও ফযিলত

হজ ফরয হওয়ার দলিল

হজ ইসলামের একটি অন্যতম মূলভিত্তি। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি—১। এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল; ২। নামায কায়েম করা; ৩। যাকাত আদায় করা; ৪। হজ করা এবং ৫। রমাযানের রোযা রাখা।[১]

সারাজীবনে হজ একবার ফরয। আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণে বললেন, 'হে মানুষজন, তোমাদের ওপর হজ ফরয করা হয়েছে। অতএব তোমরা হজ কর।' এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, প্রতিবছরই কি হজ করতে হবে?' রাসূল চুপ থাকলেন। লোকটি তিনবার এই প্রশ্ন করল। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমি যদি তোমার উত্তরে হ্যাঁ বলতাম, তাহলে (প্রতি বছরই) তা ওয়াজিব হয়ে যেত; আর তোমরা সেটা পালন করতে পারতে না।' তারপর বললেন, 'আমি তোমাদের যতটুকু বলি, ততটুকুর ওপরই ক্ষান্ত হও। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের অধিক প্রশ্ন এবং নবীদের সাথে মতানৈক্যের কারণেই ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং, আমি তোমাদের যে কাজের আদেশ দিচ্ছি, তা তোমরা যথাসাধ্য পালন করো। আর যা থেকে নিষেধ করছি, তা ছেড়ে দাও।'[২]

[১] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৭।
[২] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৩১২৭।

হজ ও উমরার ফযিলত

১। মাবরুর হজ আদায়কারী জান্নাতি। আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এক উমরা থেকে আরেক উমরা উভয়ের মধ্যবর্তী যা (গুনাহ) আছে তার কাফফারা বা ক্ষতিপূরণ। আর হজে মাবরুর তথা মাকবুল হজের একমাত্র প্রতিদান হলো জান্নাত।[৩] আমর বিন আস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললাম, 'আপনার ডান হাত বাড়ান, আমি আপনার হাতে বাইআত হব।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত প্রসারিত করলেন। কিন্তু আমি আমার হাত গুটিয়ে ফেললাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে আমর, তোমার কী হলো?' আমি বললাম, 'আমি একটা শর্ত করতে চাই।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'কী শর্ত করতে চাও?' আমি বললাম, 'আমাকে যেন মাফ করা হয়।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে আমর, তুমি কি জানো না যে, ইসলাম পূর্বের সমস্ত গুনাহ বিলীন করে দেয়। হিজরত তার পূর্বেকার সবকিছু মিটিয়ে দেয়। হজ তার পূর্বের সবকিছু বিলীন করে দেয়।'[৪]

২। সুন্নাহ অনুযায়ী হজ আদায় করলে পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হজ করবে এবং তাতে কোনরূপ অশ্লীল ও অন্যায় আচরণ না করবে, সে সদ্যজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে।[৫]

৩। বারবার হজ ও উমরা করলে দরিদ্রতা ও অভাব দূর হয়। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, তোমরা ধারাবাহিক হজ ও উমরা আদায় করতে থাক। কেননা এ দুটো আমল ধারাবাহিক করলে দারিদ্র ও গুনাহ বিদূরিত হয়। যেমন ভাটার আগুনে লোহা ও সোনারূপার ময়লা-জং দূরীভূত হয়।[৬]

[৩] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ১৬৫৮; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৩১৫৯।
[৪] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২২১।
[৫] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ১৪৩১।
[৬] *সুনানে ইবনে মাজা*, হাদীস নং ২৮৮৭।